নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮

ভূমিকাঃ

আমিষের উৎস, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা তথা সার্বিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মৎস্যখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দেশের জেলে সম্প্রদায় সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর সদস্য। মাছ ধরা ছাড়া তাদের জীবিকার বিকল্প কোনো উৎস নেই। এমনকি মাছ ধরার জাল ও নৌকা কেনার সামর্থ্যও অনেকের নেই। তারা অনেকটা দিনমজুর হিসেবে মহাজনের নৌকা ও জাল দিয়ে মাছ ধরে। যখন মাছ আহরণ বন্ধ থাকে তখন অর্ধাহারে অনাহারে তাদের দিন কাটে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে মাছ ধরতে যেতে হয়। ফলশ্রুতিতে কখনও কখনও ঝড় বা দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারায় বা নিখোঁজ হয়। মাছ ধরার জন্য তারা যে নৌযান ব্যবহার করে তাতে কোনো আধুনিক জীবনরক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকে না। এমনকি প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাষও তারা ঠিক মতো পায় না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কখনও ৭ দিন বা ১৫ দিনের জন্য পরিবার ছেড়ে মাছ ধরতে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও উপকূলীয় এলাকায় মাছ ধরার নৌকায় কখনও কখনও জলদস্যুরা আক্রমণ করে জেলেদের মেরে মাছ নিয়ে যায়। এছাড়াও অনেক জেলে মাছ ধরার সময় সাপের ছোবলে, কুমিরের কামড়ে এবং জলজ হিস্র প্রাণির আক্রমণে ও বাঘের কামড়েও মারা যায়। প্রকৃতপক্ষে, জেলে পরিবারগুলো আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয়। জেলেরা যখন নদীতে মাছ ধরতে যায় তখন তার পরিবারের সদস্যরা কোনরকমে এক বেলা খেয়ে দিন কাটায় ও সঞ্চয় বলে কিছু থাকে না। যখন পরিবারের একমাত্র রোজগারকারী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন তখন তার পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত নিহত জেলে পরিবারকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেট হতে এ আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখা ও প্রকৃত জেলে পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন।

২.০ শিরোনামঃ "নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৮" নামে অভিহিত হবে।

৩.০ সংজ্ঞাঃ

(৩.১) "আবেদনপত্র" অর্থ এ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছকে দাখিলকৃত আবেদন;

(৩.২) "জলাশয়" অর্থ সরকারী মালিকানাধীন প্রাকৃতিক কোন উন্মুক্ত বা বদ্ধ জলাশয়, যথা- সমুদ্র, উপকূল, নদী, হাওড়, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, মরা নদী, বরোপিট, পুকুর, দীঘি, হ্রদ বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বৃহৎ কোন জলাশয়;

(৩.৩) "জেলে" অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আইডি কার্ডধারী জেলে, যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কোন জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম এবং নৌকা কিংবা যান্ত্রিক জলযান ব্যবহার করে সারা বছর অথবা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে;

(৩.৪) "নিখোঁজ জেলে" অর্থ জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের কারণে ও জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, হাঙ্গর, কুমির বা হিংস্র জলজ প্রাণির আক্রমণের ফলে কমপক্ষে ০৩ মাস যাবত নিখোঁজ এবং যিনি নিবন্ধিত জেলে ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সনদপ্রাপ্ত;

(৩.৫) "নিহত বা নিখোঁজ প্রত্যয়নপত্র" অর্থ এ নীতিমালার সাথে সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

(৩.৬) "নিহত জেলে" অর্থ জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের কারণে ও জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, হাঙ্গর, কুমির বা হিংস্র জলজ প্রাণির আক্রমণে নিবন্ধিত নিহত জেলে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক মৃত্যুর সনদপ্রাপ্ত;

(৩.৭) "পরিবার" অর্থ নিহত জেলের স্বামী বা স্ত্রী, পিতা-মাতা অথবা তাঁর অবিবাহিত ছেলে মেয়ে;

(৩.৮) "মেডিক্যাল বোর্ড" অর্থ এ নীতিমালায় সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড বুঝাবে।

(৩.৯) "সরকার" অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(৩.১০) "স্থায়ীভাবে অক্ষম" অর্থ জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের কারণে ও জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, হাঙ্গর, কুমির বা হিংস্র জলজ প্রাণির আক্রমণে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলে;

৪.০ উদ্দেশ্যঃ

জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের কারণে ও জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, হাঙ্গর, কুমির বা হিংস্র জলজ প্রাণির আক্রমণে নিবন্ধিত নিহত, নিখোঁজ বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও জীবিকার ঝুঁকি হ্রাস করা।

৫.০ প্রযোজ্যতাঃ

এ নীতিমালা সমগ্র বাংলাদেশে মৎস্য আহরণকালে নিহত বা নিখোঁজ জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৬.০ নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের সহায়তা প্রাপ্তির শর্তাবলী:

৬.১ নিহত বা নিখোঁজ বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেকে অবশ্যই মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত এবং জাতীয় পরিচয়পত্রধারী হতে হবে;

৬.২ জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের কারণে ও জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, হাঙ্গর, কুমির বা হিংস্র জলজ প্রাণির আক্রমণে নিবন্ধিত নিহত, নিখোঁজ জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলে এ সহায়তা পাবে;

৬.৩ মৎস্য আহরণকালে নিহত বা নিখোঁজ জেলের মৃত্যুর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত মুত্যু সনদ বা নিখোঁজ প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে;

৬.৪ স্থায়ীভাবে অক্ষমতা স্বপক্ষে আবেদনে সংযুক্ত ছকে মেডিকেল বোর্ডের সনদপত্র;

৬.৫ নিহত বা নিখোঁজ জেলে পরিবারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হওয়া জেলেকে অনুর্ধ ০৩ মাসের মধ্যে স্থানীয় উপজেলা মৎস্য অফিসে আবেদন করতে হবে।

৭.০ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদনের নিয়মাবলী ও অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ

৭.১ সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধীকারগণের মধ্য থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলে নির্ধারিত ছকে আবেদন করতে হবে।

৭.২ আবেদনের সাথে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নিহত জেলের মৃত্যু সনদ, নিখোঁজ জেলের প্রত্যয়নপত্র এবং স্থায়ীভাবে অক্ষমতার স্বপক্ষে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক সনদ প্রদান করতে হবে।

৭.৩ জলদস্যুদের দ্বারা নিহত বা নিখোঁজ হলে পরিবারকে স্থানীয় থানায় জিডি করে তার কপি আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৭.৪ জেলে পরিচয়পত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি আবেদনে সংযুক্ত করতে হবে।

৭.৫ আবেদনপত্রের বিষয়ে উপজেলা আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন ও সুপারিশ সহকারে আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে জেলা আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৭.৬ উপজেলা কমিটি আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সভা আহবান করে সুপারিশ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৭.৭ জেলা পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন করবে। কমিটি অনধিক্ব ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট তালিকাসহ অনুদানের চাহিদা প্রেরণ করবে।

৭.৮ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জেলা কমিটির সুপারিশকৃত তালিকা ও চাহিদা অনুযায়ী অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বাজেটে বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে সরাসরি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট বরাদ্দ প্রদান করবে;

৭.৯ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাদ্দ প্রাপ্তির পর অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অনুমোদিত আবেদনকারীর অনুকূলে চেক হস্তান্তর করবে।

৮. অনুদানের পরিমাণ ও অর্থের সংস্থানঃ

৮.১ মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব বাজেটে অনুদান খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখবে।

৮.২ জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের কারণে ও জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, হাঙ্গর,

কুমির বা হিংস্র জলজ প্রাণির আক্রমণে নিবন্ধিত নিহত বা নিখোঁজ জেলেকে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। আর্থিক সহায়তার পরিমাণ সরকার কর্তৃক সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

৮.৩ জলাশয়ে মাছ ধরার সময় ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের কারণে ও জলদস্যুদের হামলায় বা বাঘ, হাঙ্গর, কুমির বা হিংস্র জলজ প্রাণির আক্রমণে নিবন্ধিত স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেকে অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। আর্থিক সহায়তার পরিমাণ সরকার কর্তৃক সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করতে পরবে।

৯.০ কমিটিসমূহ:

৯.১ উপজেলা আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কমিটিঃ

১)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	উপদেষ্টা
২)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৩)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	সদস্য
৪)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৬)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
৭)	মৎস্যজীবী প্রতিনিধি দুই জন (উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৮)	উপজেলা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি-

১) প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করা;
২) কমিটি যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩) কমিটির সুপারিশ ও কার্যবিবরণী জেলা কমিটিতে প্রেরণ করা;

৯.২ জেলা আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কমিটিঃ

১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২)	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩)	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
৫)	জেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
৬)	মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধি দুই জন (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি-

১) উপজেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
২) অনুমোদিত তালিকা ও অনুদানের চাহিদা মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা;

উপজেলা পর্যায়ে গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড এর সনদপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব/বেগম----------
পিতা/স্বামী----------গ্রাম---------- ওয়ার্ড নম্বর ----------
ইউনিয়ন/পৌরসভা----------ডাকঘর----------থানা/উপজেলা----------
জেলা----------জাতীয় পরিচয়পত্র নং---------- জেলের আইডি নং----------
---------- --কে মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক অদ্য----------তারিখে পরীক্ষা করা হয়েছে।
পরীক্ষায়/কাগজপত্রদৃষ্টে ----------
----------কারণে তাঁর শরীরের----------
---অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তিনি স্থায়ীভাবে অক্ষম বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়েছেন।

আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার
উপজেলা সদর হাসপাতাল
মেডিক্যাল বোর্ডের
সদস্য-সচিব
স্বাক্ষর ও সীল

মেডিক্যাল অফিসার
উপজেলা সদর হাসপাতাল
মেডিক্যাল বোর্ডের
সদস্য
স্বাক্ষর ও সীল

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা
----------উপজেলা
মেডিক্যাল বোর্ডের
সভাপতি
স্বাক্ষর ও সীল

নিহত বা নিখোঁজ জেলে পরিবারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির আবেদনপত্র

ছবি

বরাবর
সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

(১) নিহত বা নিখোঁজ বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলের তথ্য:

(ক) নাম:

(খ) পিতার নাম:

(গ) মাতার নাম:

(ঘ) স্বামী বা স্ত্রীর নাম:

(ঙ) জন্ম তারিখ:

(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

(ছ) জেলের আইডি নম্বর:

(জ) ঠিকানা:

(ক) গ্রাম-

(খ) ওয়ার্ড নম্বর-

(গ) ইউনিয়ন-

(ঘ) ডাকঘর-

(ঙ) উপজেলা-

(চ) জেলা-

(২) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর:

নাম	ঠিকানা	মোবাইল নম্বর

(৩) নিহত বা নিখোঁজ জেলের সাথে আবেদনকারীর সম্পর্ক:

(৪) নিহত জেলের মৃত্যুর তারিখ ও মৃত্যুর কারণ (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার সনদপত্র ও জিডির কপি সংযুক্ত করতে হবে):

(৫) স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলের অক্ষমতার তারিখ (স্বপক্ষে মেডিক্যাল বোর্ডের সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে)।

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে নীতিমালা অনুযায়ী ---------- আর্থিক সহায়তা ----------প্রদানের জন্য আবেদন করছি।

তারিখঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসই
(টিপসই এর ক্ষেত্রে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে দিতে হবে)

ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার নাম ও ঠিকানা

নিহত বা নিখোঁজ জেলের প্রত্যয়নপত্র

(১) নিহত বা নিখোঁজ জেলের তথ্য

(ক) নাম:

(খ) পিতার নাম:

(গ) মাতার নাম:

(ঘ) স্বামী বা স্ত্রীর নাম:

(ঙ) জন্ম তারিখ:

(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

(ছ) জেলে আইডি নম্বর:

(২) নিহত বা নিখোঁজ জেলের ঠিকানাঃ

(ক) গ্রাম-

(খ) ওয়ার্ড নং

(গ) ইউনিয়ন/পৌরসভা-

(ঘ) ডাকঘর-

(ঙ) উপজেলা-

(চ) জেলা-

(৩) নিহত বা নিখোঁজ হওয়ার তারিখ ও স্থান:

(৪) নিখোঁজের সময় তার জীবিত সঙ্গীদের নাম, ঠিকানা ও তাদের স্বাক্ষর (কমপক্ষে ২ জন):

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সঙ্গীর প্রত্যয়ন (স্বাক্ষর)
১		
২		

(৫) নিহত বা নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে থানায় সাধারণ ডাইরির (জিডি) কপি সংযুক্ত করতে হবে।

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নিহত বা নিখোঁজ জেলের উপরোক্ত তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক।

সংযুক্তিঃ----------ফর্দ।

তারিখঃ

চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর

স্বাক্ষর ও সীল